গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
অনুষ্ঠান শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(www.moca.gov.bd)

বিষয়: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষণ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থে দেশের বরেণ্য কবি/সাহিত্যিকসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন/পালন উপলক্ষ্যে খসড়া ক্যালেন্ডার ও বাজেট প্রণয়ন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	কে এম খালিদ
	:	প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	:	১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩
সময়	:	সকাল ১১.৩০ টা
সভার স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ এবং ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম
সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ	:	পরিশিষ্ট 'ক'-তে দেখানো হলো।

সভাপতি সভায় উপস্থিত এবং অনলাইনে সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (অনুষ্ঠান), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা শুরু করেন। তিনি বলেন, দেশের বরেণ্য ব্যক্তিদের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন/পালনের জন্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১০ (দশ) টি দপ্তর/সংস্থা হতে ২৯০ (দুইশত নব্বই) জনের নামের তালিকা পাওয়া গেছে। সভাপতি বলেন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষণ ও দেশের বরেণ্য কবি/সাহিত্যিকসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন/পালনের অনুষ্ঠান মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে করতে হবে। খসড়া ক্যালেন্ডার প্রণয়নে নামের ডুপ্লিকেশন যাতে না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য তিনি সবাইকে অনুরোধ জানান। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষণ ও বরেণ্য কবি/সাহিত্যিকসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন/পালনে সভাপতি উপস্থিত সকলকে মতামত প্রদানের অনুরোধ জানান। অত:পর সভায় নিম্নরূপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়:

২.০ আলোচনা:

২.১ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বলেন, সকল শিল্পীদের (চারুশিল্পী) জন্ম-মৃত্যু উদ্‌যাপন/পালন না করলে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এজন্য ক্যাটাগরিভিত্তিক সকল বিখ্যাত শিল্পীদের জন্ম-মৃত্যু বার্ষিকী উদ্‌যাপন/পালনের বিষয়ে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। যে কোন সংখ্যায় অনুষ্ঠান আয়োজনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সক্ষমতা রয়েছে মর্মেও তিনি মত দেন।

২.২ মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি বলেন, বাংলা একাডেমি হতে পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্য থেকে মৃত্যুবরণকারীদের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন/পালন করা হবে। বাংলা একাডেমি এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি যৌথভাবে যাচাই করে বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের তালিকা প্রস্তুত করলে দ্বৈততা পরিহার করা যাবে মর্মেও তিনি মত ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন, বাংলা একাডেমি শুরু থেকেই এ কাজটি করে আসছে।

২.৩ মহাপরিচালক, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর বলেন, বরেণ্য ব্যক্তিদের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী অনেক সময় বন্ধের দিন থাকে সেক্ষেত্রে কাছাকাছি সময়ে জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন/পালন অনুষ্ঠান আয়োজন করা যেতে পারে।

২.৪ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বলেন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে অনুষ্ঠান আয়োজন সংক্রান্ত প্রমাণকের বাধ্যবাধকতা থাকায় একই দিনে একের অধিক অনুষ্ঠান আয়োজন না করাই শ্রেয়। বরেণ্য ব্যক্তিদের

জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন/পালন অনুষ্ঠান জন্মদিন বা মৃত্যুদিনে পালন করতে হবে এবং সম্ভব হলে অনুষ্ঠানে বরেণ্য ব্যক্তিদের স্বজনদেরকে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। প্রতিটি অনুষ্ঠান আয়োজনে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা করে বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে মর্মেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

২.৫ নির্বাহী পরিচালক, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট বলেন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় বরেণ্য ব্যক্তিদের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী নির্দিষ্ট দিনে অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর দিনে উদ্‌যাপন/পালনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাধ্যবাধকতা থাকায় "দেশের বরেণ্য কবি/সাহিত্যিকসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন/পালন" শিরোনামটি পরিবর্তন করা যেতে পারে।

২.৬ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণের মতামতের ভিত্তিতে সভাপতি পুনরায় বলেন, "দেশের বরেণ্য কবি/সাহিত্যিকসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন/পালন" শিরোনামের পরিবর্তে "মনীষীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন" নামে অনুষ্ঠান আয়োজন করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির শর্ত মোতাবেক প্রাথমিক পর্যায়ে ৬৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন/পালন অনুষ্ঠান ডিসেম্বর ২০২৩ মাসের মধ্যে আয়োজন সম্পন্ন করতে হবে। পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট অনুষ্ঠানসমূহ আয়োজন সম্পন্ন করতে হবে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রস্তুতকৃত খসড়া ক্যালেন্ডারে অর্ন্তভুক্ত নামসমূহের সাথে জনাব রফিকুল ইসলাম, জনাব শামসুজ্জামান, ড. আনিসুজ্জামান, জনাব আলী যাকের, জনাব হাবিবুল্লাহ সিরাজী, ড. ইনামুল হক প্রমুখ ব্যক্তিদের নাম এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রেরিত নামের মধ্য থেকে নির্বাচিত নামসমূহ নতুন করে সংযোজন করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ইনস্টিটিউট/একাডেমি/কেন্দ্র হতে ০২ (দুই) জন করে বরেণ্য ব্যক্তির নাম তাদের অর্জনসহ স্থানীয় সংসদ সদস্যদের সুপারিশসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। অনুষ্ঠান আয়োজনে বাজেট বরাদ্দে মন্ত্রণালয় হতে কোন সমস্যা নেই মর্মেও তিনি অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য, মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়াও সকল দপ্তর/সংস্থা নিজ নিজ উদ্যোগে নিজস্ব অর্থায়নে অনুষ্ঠান পালন করতে পারবেন।

৩.০ <u>সিদ্ধান্ত</u>

অত:পর বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :

৩.১ "দেশের বরেণ্য কবি/সাহিত্যিকসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন/পালন" শিরোনামের পরিবর্তে "মনীষীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন" নামে অনুষ্ঠান আয়োজন করতে হবে;

৩.২ ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রস্তুতকৃত খসড়া ক্যালেন্ডারে অর্ন্তভুক্ত নামসমূহের সাথে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রেরিত নামের মধ্য থেকে নির্বাচিত নামসমূহ নতুন করে সংযোজন করতে হবে;

৩.৩ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির শর্ত মোতাবেক প্রাথমিক পর্যায়ে ৬৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন/পালন অনুষ্ঠান ডিসেম্বর ২০২৩ মাসের মধ্যে আয়োজন সম্পন্ন করতে হবে। পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট অনুষ্ঠানসমূহ আয়োজন সম্পন্ন করতে হবে;

৩.৪ খসড়া ক্যালেন্ডার প্রণয়নে নামের ডুপ্লিকেশন যেন না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;

৩.৫ বরেণ্য ব্যক্তিদের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন/পালন অনুষ্ঠান জন্মদিন বা মৃত্যুদিনে পালন করতে হবে এবং সম্ভব হলে অনুষ্ঠানে বরেণ্য ব্যক্তিদের স্বজনদেরকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে;

৩.৬ দেশের বরেণ্য কবি/সাহিত্যিকসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন/পালনের অনুষ্ঠান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে করতে হবে। প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার তত্ত্বাবধানে জেলা/উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতা গ্রহণ করা যেতে পারে;

৩.৭ প্রতিটি অনুষ্ঠান আয়োজনে ৮০ (আশি হাজার) টাকা করে বরাদ্দ প্রদান করা হলে অধিক সংখ্যক বিশিষ্টজনকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হবে;

৩.৮ বাংলা একাডেমি এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি যৌথভাবে যাচাই করে বরেণ্য শিল্পীদের তালিকা প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন;

৩.৯ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়াও সকল দপ্তর/সংস্থা নিজ নিজ উদ্যোগে নিজস্ব বাজেট বরাদ্দ হতে

অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পারবেন;

৩.১০ বরেণ্য ব্যক্তিদের সর্ম্পকে আগামী প্রজন্মকে অবহিত করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠানে শিশুদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে হবে;

৩.১১ সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করতে হবে;

৩.১২ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে দেশের বরেণ্য কবি/সাহিত্যিকসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন/পালন বিষয়ে আরও একটি সভা আয়োজন করতে হবে;

৩.১৩ আগামী ২৮ মার্চ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলা একাডেমিতে দিনব্যাপী চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও কবিতা আবৃত্তি আয়োজন করা হবে এবং সন্ধ্যায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে;

৩.১৪ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল দপ্তর/সংস্থা আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে ঐদিন অথবা তাদের সুবিধাজনক সময়ে অনুষ্ঠান আয়োজন করবেন এবং অনুষ্ঠান শেষে উক্ত অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র এবং ভিডিও ক্লীপ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন; এবং

৩.১৫ আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে একটি রেজিষ্টার খোলা হবে যাতে মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা বার্তা লিপিবদ্ধ করবেন এবং পরবর্তীতে তা আর্কাইভে সংরক্ষণ করা হবে।

৪.০ আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি দেশের বরেণ্য কবি/সাহিত্যিকসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী পালন/উদ্‌যাপনে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করে সভায় উপস্থিত এবং অনলাইনে সংযুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৮.০৯.২৩

কে এম খালিদ, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

স্মারক নং- ৪৩.০০.০০০০.১২৪.২৩.১৯৬.২৩. ২০৭

তারিখ: ০৩ আশ্বিন ১৪৩০ / ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা;
৩. মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা;
৪. মহাপরিচালক, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা;
৫. রেজিস্ট্রার অফ কপিরাইটস্, বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস্, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা;
৬. মহাপরিচালক, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা;
৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা;
৮. মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা;
৯. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট, বর্ধমান হাউজ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা;
১০. নির্বাহী পরিচালক, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ধানমন্ডি, ঢাকা;
১১. যুগ্মসচিব (সকল), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১২. পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা;
১৩. পরিচালক, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সোনাগাঁও, নারায়ণগঞ্জ;

১৪. পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, বিরিশিরি, নেত্রকোণা;
১৫. পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান;
১৬. পরিচালক, কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, কক্সবাজার;
১৭. পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি;
১৮. উপ-পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি;
১৯. উপ-পরিচালক, রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, রাজশাহী;
২০. উপ-পরিচালক, মনিপুরী ললিতকলা একাডেমি, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য);
২. সচিবের একান্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
৩. সিস্টেম এনালিস্ট, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ);
৪. অফিস কপি।

১৮/৯/২৬

আইরীন ফারজানা
উপসচিব
ফোন-৫৫১০১১৬৫